দৈনিক সংবাদ

তারিখ 19 APR 1992
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

04

বাংলায় মেডিক্যাল শিক্ষা

সংসদে সরকারী দলের উপনেতা বদরুদ্দোজা চৌধুরী সম্প্রতি এক সেমিনারে বলেছেন, মেডিক্যাল কলেজগুলোতে শিক্ষার মাধ্যম বাংলা হওয়া উচিত। চিকিৎসাবিজ্ঞানের দ্রুত পঠন-পাঠনের জন্য বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী। তাছাড়া রুগীর রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার জন্যও চিকিৎসকদের বাংলা ভাষায় দক্ষতা প্রয়োজন।

অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী অবশ্য বলেছেন, চিকিৎসাশাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন করতে হলে এবং বিশ্বব্যাপী চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হলে ইংরেজী ভাষাও শিখতে হবে। তিনি মেডিক্যাল ছাত্রদের জন্য ইংরেজী ভাষায় বিশেষ কোর্স চালু করার প্রস্তাব দিয়েছেন।

আমরা যদি ভুল বুঝে না থাকি তবে অধ্যাপক চৌধুরী যা বলতে চেয়েছেন তা হলো ঃ আমাদের দেশে মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষার্থীরা বাংলা ও ইংরেজীর বিপাকে পড়ে কোনটিই ভাল করে শেখেন না। তাই তিনি দু'টি ভাষাই ভাল করে শেখার ওপর জোর দিয়েছেন।

উচ্চশিক্ষা শেষ করে যারা এখন বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ থেকে বেরোচ্ছেন, তাদের বেশী ভাগেরই না আছে মাতৃভাষায় দক্ষতা, তারা না পারেন ইংরেজী বুঝতে। মেডিক্যাল শিক্ষার ফসল এর থেকে আলাদা হওয়ার কথা নয়। অবস্থাটা আমাদের দেশের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের জ্ঞান অর্জন ও ভাব প্রকাশের দৈন্যদশার প্রতি ইঙ্গিত করে থাকে।

বাংলায় মেডিক্যাল শিক্ষা দিতে গিয়ে প্রতিবন্ধকতার অন্ত নেই। ব্যবহারিক বিজ্ঞান হওয়ার জন্য জ্ঞানের নানা শাখা থেকে বিষয় নির্বাচন করতে হয়। আবার কোন শাখারই সর্বজনগ্রাহ্য পরিভাষা নেই। ইংরেজী ভাষায় চিকিৎসাবিজ্ঞানের বহু শব্দ অন্যান্য ভাষা থেকে চয়ন করা হয়েছে। আমাদের দেশে কবিরাজী, আয়ুর্বেদী ও ইউনানী চিকিৎসকরা যে ধরনের বাংলা ব্যবহার করেন তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দুর্বল এবং মান্ধাতা আমলের। সব মিলিয়ে বাংলায় চিকিৎসাবিজ্ঞানের পাঠ্যবই লেখা এবং মেডিক্যাল শিক্ষা দেয়া কঠিন হয়ে পড়েছে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের ওপর বাংলা একাডেমি যে দু'চারটি বই প্রকাশ করেছে, সেগুলোও নাকি দুর্বোধ্য। মেডিক্যাল শিক্ষকরা অভিযোগ করেন, বাংলা ভাষার 'পবিত্রতা' রক্ষা করতে যেয়ে প্রচলনের অযোগ্য শব্দের অবতারণা করা হয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনেক ইংরেজী ও ল্যাটিন শব্দ অপরিবর্তিত রাখার পক্ষে তারা মত প্রকাশ করেছেন।

উচ্চশিক্ষার মাধ্যম বাংলা হলেও জ্ঞান অর্জনের জন্য ইংরেজী ভাষায় লিখিত বইয়ের শরণাপন্ন হতে হচ্ছে। অথচ অধিকাংশ শিক্ষার্থীর ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা নেই। ফলে উচ্চশিক্ষিতের বদলে অর্ধশিক্ষিতের সংখ্যা বাড়ছে। এই পচা ডোবা থেকে আমাদের উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থাকে উদ্ধার করতে না পারলে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

বাংলায় মেডিক্যাল শিক্ষাদানের জন্য সব ধরনের পাঠ্যবই বাংলায় প্রকাশ করতে হবে। বিভিন্ন ভাষায় লিখিত চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিখ্যাত পাঠ্যপুস্তক সাবলীল বাংলায় অনুবাদ করতে হবে। পাঠ্যবই লেখায় দেশী বিশেষজ্ঞ-শিক্ষকদের উৎসাহিত করতে হবে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের ওপর বই প্রকাশ একটা ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। বাংলাদেশের ছোট্ট বাজারে বেসরকারী উদ্যোগের আশা করা বৃথা। সরকারকেই উদ্যোগ নিয়ে কাজটি করতে হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই লেখা, অনুবাদ করা এবং প্রকাশের দায়িত্ব বাংলা একাডেমির ওপর অর্পিত থাকলেও একাডেমি নানা ধরনের কাজে জড়িয়ে পড়েছে। তারা যদি মেডিক্যাল বই প্রকাশের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে না পারেন তবে একাজের জন্য বিশেষ বোর্ড গঠনের চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলাকে নির্বাচন করা যথেষ্ট নয়। বাংলায় যেন ঠিকমত শিক্ষা দেয়া যায় তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে শিক্ষাব্যবস্থায় নৈরাজ্যের অবসান হবে না।